পাপিয়ার বিচার শুরু

অস্ত্র আইনের মামলায় নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক বহুল আলোচিত শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন আদালত। চার্জ গঠনের মধ্য দিয়ে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো।

রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কেএম ইমরুল কায়েস আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

২৯ জুন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যা বের উপপরিদর্শক আরিফুজ্জামান শেরেবাংলা নগর থানার অস্ত্র আইনে করা মামলায় তাদের বিরুদ্ধে এ চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটে সাক্ষী করা হয়েছে ১২ জনকে।

২২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দেশত্যাগের সময় পাপিয়াসহ চারজনকে গ্রেফতার করে র্যাাব।

গ্রেফতার হওয়া অন্যরা হলেন- পাপিয়ার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে সুমন চৌধুরী ওরফে মতি সুমন (৩৮), সাব্বির খন্দকার (২৯) ও শেখ তায়্যিবা (২২)।

তাদের কাছ থেকে সাতটি পাসপোর্ট, দুই লাখ ১২ হাজার ২৭০ টাকা, ২৫ হাজার ৬০০ টাকার জাল মুদ্রা, ১১ হাজার ৯১ ইউএস ডলারসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা জব্দ করা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারের পর ওই দিন রাতেই নরসিংদীর বাসায় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোরে হোটেল ওয়েস্টিনে তাদের নামে বুকিং করা বিলাসবহুল প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে অভিযান চালানো হয়।

পরে পাপিয়া ও তার স্বামীর অবৈধ সম্পদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গণমাধ্যমে চলে আসে।

সূত্র- যুগান্তর

একদিনে আরও ৩৪ জনের প্রাণহানি, আক্রান্ত ১৯৭৩

এই সময়ে ১ হাজার ৯৭৩ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৫২৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯১ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৮০১টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৯৭৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ২৭ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ২৪ পুরুষ ও নারী ১০ জন। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৯৪১ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৫২৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯১ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৬০ দশমিক ৭৯ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

খালেদা জিয়ার আরও চার মামলার স্থগিতাদেশ বহাল

রাজধানীর বিভিন্ন থানায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা নাশকতার আরও চার মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

একই সঙ্গে, ওই চার মামলার অভিযোগ আমলে নেওয়ার আদেশ বাতিল প্রশ্নে হাইকোর্টের জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে। আদেশের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান বিভিন্ন মামলায় খালেদার জিয়ার অন্যতম আইনজীবী এহসানুর রহমান।

রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন শুনানি নিয়ে রবিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ দেবনাথ। খালেদা জিয়ার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘সেপ্টেম্বরে স্কুল খোলার পরিবেশ হয়নি’

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন মনে করেন, সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলার মতো পরিবেশ এখনও হয়নি। আর স্কুলে স্কুলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবনার সার-সংক্ষেপের অনুমোদন এখনও

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ফেরত আসেনি।

রবিবার (২৩ আগস্ট) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে মার্চে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার মধ্যে ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, করোনা ভাইরাস মহামারির প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

শেখ হাসিনা বলেন, স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন একটাও খুলবে না। অন্তত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ থাকবে যদি করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকে। যখন এটা থামবে তখন আমরা খুলবো।

প্রধানমন্ত্রীর কথার জের ধরে সাংবাদিকরা প্রাথমিক সচিবের কাছে জানতে চান- সেপ্টেম্বরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে কি-না; এসময় সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু গতকাল বলেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে এখনও কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি। আপনারা নিজেরাও বোঝেন আসলে পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি হয়নি।

‘এখন যে অবস্থা, এখনও কিন্তু ২০-২২ শতাংশ আক্রান্ত। সেই হিসাবে আমাদের শিশুদের-শিক্ষকদের…; স্কুল খুললে অভিভাবকেরা চলে আসবে। তাদের আমরা ঝুঁকির মধ্যে ফেলব কেন, সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করছি যে আসলে তো এখনও পরিবেশ তৈরি হয়নি। ’

সচিব বলেন, উন্নত দেশ যারা স্কুল খুলেছিল, তারাও কিন্তু এখন আবার বন্ধ করে দিয়েছে। সেজন্য আমরা মনে করছি যে, আমাদের বাচ্চাদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলাটাই সমীচীন হবে।

করোনার কারণে এবছর কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বদলে স্কুলে স্কুলে নেওয়ার প্রস্তাব করে গত ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে সার-সংক্ষেপ পাঠায় প্রাথমিক মন্ত্রণালয়।

সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে সচিব বলেন, আমরা বলেছি যে স্ব স্ব স্কুলগুলো পরীক্ষা নেবে যদি খুলতে পারে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষা না নেওয়ার জন্য প্রস্তাবনা আছে। এর বাইরে হচ্ছে যে স্কুলগুলোর, যদি পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তাহলে স্ব স্ব স্কুল পরীক্ষা

নেবে। তবে সেই অনুমোদন এখনও আসেনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া বাজারের ভ্রাম্যমাণ অভিযান

পুরাতন মড়কে সিগারেট বিক্রির অপরাধে মেহেরপুরের গাংনীতে এক মুদী ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রোববার দুপুরে গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারে মিজান স্টোরের সত্বাধিকার মিজানুর রহমানের নিকট থেকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। সেই সাথে জব্দ করা হয়েছে ২২ হাজার ৯শ’ ৮০ টাকা মূল্যের ১৪ হাজার ৬শ’ ৮০ শলাকা সিগারেট ।

মিজান স্টোরের সত্বাধিকারী মিজানুর রহমান বাঁশবাড়িয়া গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মরহুম হাজী আজিজুর রহমানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম।

এইড ফাউন্ডেশন এর প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ উদ দোলা রেজা ও জেলা পুলিশের একটি বিশেষ টিম।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মানুষেরা। এই করোনা মহামারিকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু কাঁচামাল ব্যবসায়ী কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি করে নিজের পকেট ভারী করছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে মানুষের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকা আলু বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি,৩০-৩৫ টাকা,পিয়াজ ৪০- ৫০ টাকা, বেগুন ৫০-৬০ টাকা, পটল ৩০-৪০টাকা, কলা ৩৫-৪০ টাকা;কচু ৫০-৬০ টাকা , শাক ৮-১০ টাকা , শশা ২৫- ৩৫ টাকা , পেপে ২০-৩০ টাকা, লাউ প্রতিপিছ ৩০-৩৫ টাকা, রসুন ১০০-১২০ টাকা, কাচকলা ৩৫-৪০ টাকা, আমড়া ২৫-৩০ টাকা, কচু ২৫-৩০ টাকা, টমেটো ১০০-১২০ টাকা, আদা ১৮০-২০০ টাকা, আর কাঁচা মরিচে ঝাল লেগে গেছে ১৮০-২০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে খুচরা বাজারে।

এ বিষয়ে দর্শনার খুচরা কাঁচামাল ব্যবসায়ীর কাছে এই মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমরা পাইকারি কাঁচামালের আড়ত থেকে যে দামে মাল ক্রয় তার থেকে কিছুটা লাভ করে আমার বিক্রি করে থাকি, এখানে আমাদের কোনো হাত থাকে না।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলে দর্শনার পাইকারি কাঁচামাল আড়তদাররা এ বিষয়ে বিভিন্ন অজুহাত দিতে থাকে বলেন আবহাওয়া খারাপ বৃষ্টির কারণে গাছের অনেক ক্ষতি হয়েছে, গাছ মারা গেছে , ফলনও কম হওযায় দাম বেশি হয়ে গেছে এবং চাষীর কাছ থেকে বেশি দামে ক্রয় করতে হচ্ছে বলেই দাম বেশি।

তবে বাজার ঘুরে দেখা গেছে মুদি পণ্য তেল, ডাল, মসলার দাম কিছু টা কম, কিন্তু কাঁচামালের দাম বেশি হওয়ার করাণে বিপাকে পড়েছে নিম্নআয়ের মানুষেরা। আবার আর একদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকে কাজ হারা হয়েছে তার মধ্যে প্রতিদিনের প্রয়োজন কাঁচাতরকারির এত দাম হওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

কুড়ুলগাছিতে শিক্ষার্থীদের

রাতে আড্ডা বন্ধে ঝটিকা অভিযান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীর কুড়ুলগাছি বাজারে বিভিন্ন দোকানঘরে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এবার মাঠে নেমেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সরকার মাদকদ্রব্য ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডতে উঠতি বয়সের যুবক ও শিক্ষার্থীরা যাতে জড়িয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে গ্রহণ করেছেন কার্যক্রম।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দর্শনা থানা ব্যাপী শুরু হয়েছে পুলিশের ঝটিকা অভিযান। সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিল ছেড়ে হাট-বাজার, কেরামবোর্ড খেলা, চায়ের দোকানের আড্ডা, নির্জন এলাকায় ঘোরাঘুরি বন্ধকরণে গতকাল সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কুড়ুলগাছি বাজার ৪ টা দোকানে নির্জন যায়গায় চেয়ারে বসে অহেতুক আড্ডাবাজি অবস্থায় অভিযান চালিয়ে দোকানে থাকা চেয়ার গুলো জব্দ করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ।

এ সময় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, আই শৃংখলা রক্ষা, মাদক কারবারীদের ধরিয়ে দিতে আইন শৃংখলা বাহিনীকে সহায়তা করা সহ বিভিন্ন বিষয় দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিলে না বসে কেরামবোর্ড খেলাসহ মোবাইলফোন হাতে রাস্তায় অযাচিত ঘোরাঘুরি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরা।

বর্তমান সময়ের উঠতি বয়সী ছাত্রদের এমন আচরণে অভিভাবকদের যখন কপালে চিন্তার ভাজ, ঠিক তখনই সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার। আরও বলেন, যুব সমাজ যাতে ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে না পারে সে বিষয়টি মাথায় রেখেই দর্শনা থানা পুলিশের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার ইনেসপেক্টর (তদন্ত) জনাব ,শেখ মাহবুবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপস্থিত ছিলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ এনামুল করিম(ইনু) এবং স্থানীয় এলাকার নেতৃবৃন্দ।

সচেতন মহল সহ অভিভাবকরা এমন অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ও দর্শনা থানার ওসি মাহবুবর রহমান কাজলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] !

[redacted]-[redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[